



ড্যাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

গৌরবের ৭১ তম বছর



JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-132 ■ 18 February, 2025 ■ আগরতলা ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ৫ ফাল্গুন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২৫ বছরের পুরানো গাছ উপড়ে পড়ল দিল্লি, বিহার সহ দেশের তিন জায়গায় ভূকম্পন

নয়া দিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হিস.।)। জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে দেশের উঠল রাজধানী দিল্লি। সোমবার সকাল ৫.৩৬ মিনিট নাগাদ দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে ৪.০ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূকম্পন টের পাওয়া মাত্রই বহু মানুষ আতঙ্কে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল দক্ষিণ দিল্লির ধৌলাকুয়া। সেখানে দুর্গাবাই দেশমুখ কলেজ অফ স্পেশ্যাল এডুকেশনের জমির ঠিক নীচে ভূমিকম্প হয়েছে। মাটি থেকে গভীরতা খুব বেশি নয়, মাত্র পাঁচ কিলোমিটার।

সোমবার সকাল ৫টা ৩৬ মিনিটে দেশের উঠেছিল দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকা। রিখটার স্কেলে সেই কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.০। কিন্তু কম্পনের তীব্রতা সেই মাত্রার তুলনায় অনেকটাই বেশি ছিল বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানায় দিল্লির ভূমিকম্পের উৎসস্থল মাটির মাত্র পাঁচ কিলোমিটার নীচে। মনে করা হচ্ছে, উৎসস্থলের গভীরতা কম থাকার জন্যই কম্পনের তীব্রতা বেশি অনুভূত হয়েছে। এরপর সকাল ৮.০২ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয় বিহারের সিওয়ানে জেলার বিস্তীর্ণ অংশে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল মাটি থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে বলে জানায় ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি। অবশ্য পুরীর ভূকম্পের উৎসস্থল কোথায়, তা এখনও জানা যায়নি। তবে হঠাৎ কম্পন অনুভূত হওয়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।



মুরগি নিয়ে ঝগড়া ভাইয়ের হাতে রক্তাক্ত ভাই
নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি। গত কয়েকদিন আগে রহিমপুর পূর্ব পাড়ায় একটি খনের ঘটনা ঘটেছিল, সেই ঘটনার রেশ রক্ততে না কাটাতেই আবারও রক্তক্ষয়। আজ দুপুরে সেই এলাকার বাসিন্দা বিল্লাল হোসেন ও তার ভাই সেলিম মিয়ায় মধ্যে মুরগি নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়। বিল্লাল হোসেনের স্ত্রী জানান, দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি হয়, পরে তা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে সেলিম মিয়া ও তাঁর ছেলে মিলে বিল্লাল হোসেনকে ৬ এর পাড়ায় দেখুন

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর নৈশভোজে অংশ নিলেন ডাঃ মানিক সাহা
নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা'র আয়োজিত নৈশভোজে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সোমবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা মন্দির, উদয়পুর, রাজস্থানে এক নৈশপ্রীতিভোজের আয়োজন করেন। সেখানেই অংশ নেন তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। উল্লেখ্য, আগামী ১৮-১৯ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় সর্বভারতীয় রাজ্য জলমন্ত্রীদের সম্মেলন ২০২৫। তাতেই অংশগ্রহণ করার জন্য রাজস্থানে অবস্থান করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সাহা।

জিবি বাজার যানজট মুক্ত করতে অভিযান



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি। জিবি বাজারকে যানজট মুক্ত রাখতে যৌথ অভিযানে নামে ট্রাফিক দপ্তর। আজ ট্রাফিক অধিকারিক সুধাস্বিকা আয়ের নেতৃত্বে এনফোর্সমেন্ট টিমের অভিযানে নামে। তাছাড়া, এদিন বেআইনিভাবে গাড়ি পার্কিং করার জন্য মালিকদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিন ট্রাফিক অধিকারিক সুধাস্বিকা আর বলেন, জিবি বাজারের আনাচে-কানাচে যত্রতত্র এলাকায় গাড়ি মোটর বহিক স্কুটি সহ নানান যানবাহন থেখানে মুশি

জেলা ভিত্তিক দিশা কমিটির বৈঠকে সাংসদ বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। সোমবার সিপাহীজলা জেলার সমস্ত বিধায়ক ও ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকদের নিয়ে জেলাভিত্তিক দিশা কমিটির বৈঠক করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। সিপাহীজলা জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিবজয়াল পুষ্পসত্ত্বক ও উত্তরীয় পরিষে সাংসদকে সংবর্ধনা জানানোর মধ্য দিয়ে এদিনের বৈঠক শুরু হয়। এদিনের এই বৈঠক সম্পর্কে জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, মূলত দিশা কমিটির বৈঠক জেলাস্তর, রাজ্যস্তর এবং জাতীয় স্তরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এদিনের এই জেলাস্তরের দিশা বৈঠকে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের পোরহিত্যে সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।



জেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ, এদিনের বৈঠকে জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিবজয়াল, সিপাহীজলা জেলার রাজস্ব দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকগণ, স্থানীয় বিধায়ক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বাধীন উপস্থিত ছিলেন।

ঝোপ থেকে উদ্ধার সদ্যজাত শিশু কন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমায়ী জলাবাস গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে একটি ফুটফুটে সদ্যজাত কন্যা শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার সকালে স্থানীয় এলাকার একজন মহিলা শিশুটিকে উদ্ধার করেছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগর মহকুমায়ী জলাবাস গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় নং ওয়ার্ডের তফাৎ বৃত্তে একটি ফুটফুটে সদ্যজাত কন্যা শিশুকে ফেলে গেছে কে বা কারা। সোমবার সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ স্থানীয় এলাকার এক মহিলা শিশুটির কথা শুনে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পান শিশুটি রাস্তার পাশের ঝোপের মাঝে পড়ে রয়েছে। ওই মহিলা জানিয়েছেন, শিশুটির শরীরে পিপড়ার দল কিলবিল করছিল। তখন তিনি আশপাশের লোকজনদের ডেকে নিয়ে আসেন। খবর দেওয়া হয় পানিসাগর দমকল অফিসে। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা সদ্যজাত শিশুটিকে উদ্ধার করে জলাবাস প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে বর্তমানে সেখানে চিকিৎসায়ীন রয়েছে শিশুটি। এদিকে, চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিট ৬ এর পাড়ায় দেখুন

বাজেট নিয়ে খোলা আলোচনার জন্য বিজেপি নেতৃত্বদের আমন্ত্রণ জিতেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেট নিয়ে ত্রিপুরায় শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে তরজার লড়াই চরমে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন সংসদে বাজেট পেশ করার পর থেকে সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায় বিরোধীরা এককটা হয়ে সমালোচনা করছেন। এরই জবাবে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য স্থানীয় এলাকার অর্থশাস্ত্রে অজ্ঞতা নিয়ে তোপ দেগেছিলেন। তারই জবাবে আজ সিপিএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সাধারণ বাজেট নিয়ে খোলা আলোচনার জন্য বিজেপি নেতৃত্বদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, বিরোধীরা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বাজেটের মধ্যে তফাৎ বুঝতে পারেন না। বিরোধীরা এত মুর্থ এবং অপদার্থ তা জানা ছিল না। গতকাল কেন্দ্রীয় বাজেটের সম্মুখে বিজেপি সদর জেলা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। আজ সিপিএম রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী হতাশা থেকে বাম বিরোধী করতে হচ্ছে বিজেপি নেতৃত্বদের কারণ, তারা বোঝে গিয়েছে ত্রম্প বিজেপি জনবিচ্ছিন্ন হচ্ছে। তাই তারা জনসম্মুখে ভুল মন্তব্য করছেন। আসলে ভুল মন্তব্য করে জনগণের মধ্যে অস্বস্তি জন্মানোর কাজ করতে হচ্ছে বিজেপিকে। তাঁর কথায়, বিজেপির মাথা ব্যথা হল কমিউনিস্ট। তারই জবাবে বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য গতকাল বিরোধীদের অর্থশাস্ত্রে অজ্ঞতা নিয়ে বলেছিলেন। তারই জবাবে আজ সাধারণ বাজেট নিয়ে খোলা আলোচনার জন্য বিজেপি নেতৃত্বদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি।

স্বর্ণালংকার সহ ধৃত ছিনতাইবাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। সাথে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো চোর চক্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়। সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় বলেন, গত ১৪ ফেব্রুয়ারি অরুণ সংঘ ক্লাব থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক মহিলা ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন। তার পেছনে থাকে বাইক করে একটি যুবক গলা থেকে সোনার চেইন ৬ এর পাড়ায় দেখুন

অ্যাম্বুলেন্স চালকের রহস্য মৃত্যু!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে কোয়ার্টার থেকে এক অ্যাম্বুলেন্স চালকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সোমবার সকালে উদ্ধার হওয়া ওই অ্যাম্বুলেন্স চালকের নাম শ্রীনিবাস সরকার (৪৫)। সকালে হাসপাতালে কর্তৃক কোয়ার্টারের দরজা খোলা দেখে ভিতরে ঢুকে শ্রীনিবাসকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। সাথে সাথে তারা পুলিশে খবর পাঠান। খবর পেয়ে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ। তারা মৃতদেহ উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে শ্রীনিবাসের পরিবারের লোকজন জানান, তার খবর দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। ভাসা দরজার অবস্থা দেখে এটা পরিকল্পিত খুন হতে পারে বলে তাদের সন্দেহ হচ্ছে। তারা এই ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, দীর্ঘ সাত বছর পূর্বে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের চালক হিসেবে চাকরীতে যোগ দেন শ্রীনিবাস সরকার। বর্তমানে তার পরিবারে স্ত্রী সহ একটি ছোট্ট শিশু সন্তান রয়েছে। অন্যান্য দিনের মতো গতকাল রাতের সে রোগী আনা-নেওয়ার কাজ করছিলেন। তারা আরো জানায়, শ্রীনিবাসকে বেশ কয়েকবার ফোন করার পর তার কোনো জবাব না পেয়ে কোয়ার্টারের তাকে দেখতে গিয়েছিলেন তারা। কোনো সাড়া না পেয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে তাকে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে মর্গে রয়েছে মৃত শ্রীনিবাস সরকারের দেহ। এদিকে মৃতের স্ত্রী জানান এই মৃত্যুর পেছনে অনেক রহস্য রয়েছে। পুলিশ সঠিক তদন্ত করলে ঘটনার সত্য উন্মোচন হবেই বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় লোকজন এবং হাসপাতালের কর্মীরা শ্রীনিবাসের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত।

নাবালিকার আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাক্রম, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। সাক্রম মহকুমার মনুবাংকুল এলাকার এক যুবক বাইখোড়া ধানারী এলাকার এক নাবালিকার আপত্তিকর ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে ওই যুবকের বিরুদ্ধে বাইখোড়া ধানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। জানা গেছে, ওই যুবকের নাম কেশিক পাল। অভিযোগের ভিত্তিতে বাইখোড়া ধানার পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তথ্য প্রযুক্তি আইন এবং পক্ষসো আইনে মামলা রুজু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত কেশিক পালের বিরুদ্ধে আইটি আইন ৬৭বি ধারা এবং পক্ষসো আইনের ৬ এর পাড়ায় দেখুন

এফপিও মেলায় উদ্বোধন কৃষকদের আয় বেড়ে ১৩ হাজার ৫৯০ টাকা হয়েছে : কৃষিমন্ত্রী



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি।। প্রথমমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখানো পথে রাজ্যের নারী, যুবক, কৃষক ও গরীব অংশের মানুষের কল্যাণে সরকার কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী এই অংশের মানুষের কল্যাণে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য কৃষক উৎপাদক সংগঠন গঠনের ও উন্নয়ন প্রকল্প চালু করে। তিনদিন ব্যাপী এফপিও মেলায় উদ্বোধন করে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ আরও বলেন, রাজ্যে ৫৮টি রকে বর্তমানে ৫৮টি এফপিও রয়েছে। রাজ্যের ১০,৪৩৪ জন কৃষক এফপিওগুলির অধীনে কাজ করছেন। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের সময়ে কৃষকদের মাসিক আয় ছিল প্রায় ৬,৫৮০ টাকা। বর্তমানে কৃষকদের আয় বেড়ে ১৩ হাজার ৫৯০ টাকা হয়েছে। কৃষকদের আয় বৃদ্ধির পেছনে তিনি

এফপিওতে একত্রিত হয়ে তাদের কৃষিপণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ও ব্যবসায়িক কাজকর্ম পরিচালনা করেন। এর মূল উদ্দেশ্য হল কৃষকদের আর্থিক উন্নতি করা। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বাজারে ন্যায্যমূল্যে ফসল বিক্রি করা। কেন্দ্রীয় সরকার ২০২০ সালে কৃষক উৎপাদক সংগঠন গঠনের ও উন্নয়ন প্রকল্প চালু করে। তিনদিন ব্যাপী এফপিও মেলায় উদ্বোধন করে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ আরও বলেন, রাজ্যে ৫৮টি রকে বর্তমানে ৫৮টি এফপিও রয়েছে। রাজ্যের ১০,৪৩৪ জন কৃষক এফপিওগুলির অধীনে কাজ করছেন। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের সময়ে কৃষকদের মাসিক আয় ছিল প্রায় ৬,৫৮০ টাকা। বর্তমানে কৃষকদের আয় বেড়ে ১৩ হাজার ৫৯০ টাকা হয়েছে। কৃষকদের আয় বৃদ্ধির পেছনে তিনি



সোমবার আগরতলায় ত্রিপুরা জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মধ্যপ্রদেশে শীতকালীন শকুন গণনা শুরু

ভোপাল, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে ২০২৪-২৫ সালের শকুন গণনার শীতকালীন পর্যায় সোমবার থেকে শুরু হয়েছে। ৩ দিনব্যাপী এই গণনা প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে ৮টা পর্যন্ত চলবে।

জনসংযোগ আধিকারিক কে.কে. জে.শী. জানান, শকুনের সংখ্যা নির্ধারণের জন্য বছরে ২ বার গণনা করা হয়। সোমবার তা শুরু হয়েছে। এছাড়াও মঙ্গলবার ও বুধবারও তা হবে এবং ব্রীহস্পতিবার গণনা ২৯ এপ্রিল ২০২৫-এ হবে।

দিল্লি—সহ দেশের ৬০টির বেশি রেল স্টেশনে হোল্ডিং জোন

নয়া দিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শনিবার রাতের ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে রেল কর্তৃপক্ষ। রেল সুরে জানা গেছে, দিল্লি স্টেশন চক্রবর্তীকে কাড়াকড়ি জারি করা হচ্ছে।

সওয়ালের আইনজীবী নেই কেন্দ্রকে ভর্তসনা সুপ্রিম কোর্টের

নয়া দিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে করা এক মামলার সুনামিতে সোমবার কেন্দ্রকে ভর্তসনা করল সুপ্রিম কোর্ট।

মহাকুলে ফের আঙুন, এবার চাঞ্চল্য ছড়ালো সেক্টর ৮-এ

প্রয়াগরাজ, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মহাকুলে ফের আঙুন-আতঙ্ক। এবার আঙুন লাগল সেক্টর ৮-এ। সোমবার প্রয়াগরাজের মহাকুল মেলা চত্বরের ৮ নম্বর সেক্টরে একটি খালি ক্যাম্পে আঙুন লাগে।

বিচারপতি গাভাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চেয়ে নেন জুনিয়র আইনজীবী। তিনি জানান, সিনিয়র আইনজীবী সওয়াল করেননি। কিন্তু তিনি অন্য কোর্টে ব্যস্ত।

সংস্কার ভারতীয় উদ্যোগে গোবরডাঙায় নাট্যাচার্য ভরত মূনির স্মরণসভা

গোবরডাঙা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): মাণ্ডী পুণ্ডির শুভলাগে নাট্যাচার্যের প্রণেতা ভরত মূনির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করল সংস্কার ভারতীয় দক্ষিণ বঙ্গ প্রান্ত।

ভট্টাচার্য সংস্কার ভারতীয় প্রথা অনুসারে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভক্তিমূলক সংগীতের মাধ্যমে। অতিথিদের স্বাগত জানানো হয় চন্দন তিলক, উজ্জয়ী, পুষ্পবক ও স্মারকচিহ্ন প্রদান করে।

পদোন্নতির দাবিতে বিক্ষোভে কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারেরা

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পদোন্নতির দাবিতে সোমবার পুরসভার অন্দরেই বিক্ষোভ দেখান কলকাতা পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারেরা।

আমাদের ডেকে বলেছিলেন, আন্দোলনের কোনও প্রয়োজন নেই। মেয়র সবেচি পরামর্শে আটকানোর আধিকারিকদের নিয়ে কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন।

Legal notice for Addl. District and Sessions Establishment, Sabroom in the Court of Shri Tapan Debbarma. Includes case details and summons information.

Legal notice for the State of Tripura regarding Babul Miah and others. Includes details of the accused and the court's findings.

Legal notice for the appearance of a person accused in the Court of Shri Subhadeep Saha. Includes details of the accused and the court's findings.

Notice regarding the Radhapur PS GD Entry No 14 dated 06-02-2025. Includes details of the entry and the court's findings.

Notice for the Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala regarding the maintenance of similar AC works.

Notice for the Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala regarding the maintenance of similar AC works.

Notice Inviting Tender for the Directorate of Kokborok & Other Minority Languages. Includes details of the tender and the court's findings.

Notice Inviting Tender for the Directorate of Kokborok & Other Minority Languages. Includes details of the tender and the court's findings.

Notice Inviting Tender for the Directorate of Kokborok & Other Minority Languages. Includes details of the tender and the court's findings.

Notice Inviting Tender for the Directorate of Kokborok & Other Minority Languages. Includes details of the tender and the court's findings.

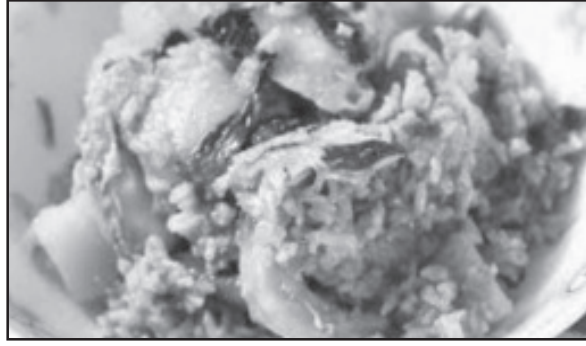
হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

চাল ছাড়াই বানিয়ে নিন মুড়িঘন্ট

বাঙালির হেঁশেলে অনেক জনপ্রিয় রান্নার মধ্যে একটি হল মুড়িঘন্ট। খুবই সহজ রেসিপি হলেও বামেলার বড়য়ে অনেকেরই তা রীতে চান না। আগে নিয়ম করে প্রায় সব বাড়িতেই মুড়িঘন্ট রান্না করা হত। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মাছের কাঁটা ছাড়িয়েই খেতে পারে না। তাই আবার মুড়িঘন্ট। মোচার ঘন্ট, শুভ্রা, খোড়, ডুমুর এসব থেকে বাঙালি প্রায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আর সেই জায়গার দখল নিয়েছে পিঁপ্টি, পাঁতা, স্প্যাগেট। কুই বা কাতলা মাছের মাথা দিয়েই মুড়িঘন্ট রান্না করা হয়। যেহেতু গোবিন্দভোগ চালের সঙ্গে মুড়ো মাখামাখি করে রান্না করা হয় তাই একে মুড়িঘন্ট বলা হয়। মাছের মাথা দিয়েই মুড়িঘন্ট রান্না করা হয়। যেহেতু গোবিন্দভোগ চালের সঙ্গে মুড়ো মাখামাখি করে রান্না করা হয় তাই একে মুড়িঘন্ট বলা হয়।



বাণিজ্য করার জন্য দূর-দুরান্তে যাত্রা করত তখন সেই সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের খাদ্য হিসাবে জুটতো নানা ধরনের রান্না। মাছের কোল বা ভাজা খাওয়ার পর বাকি অংশ ফেলে না দিয়ে তার সঙ্গে চাল মিশিয়ে খানিকটা পোলাওয়ের আকারে বানিয়ে ফেলা হল মুড়িঘন্ট। পরবর্তীতে এই পদটি এতই জনপ্রিয় হয় যে এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে মালয়েশিয়া পর্যন্ত। সমগ্র উপকূলে এই পদ এখন খুবই জনপ্রিয়। গোবিন্দভোগ চাল দিয়েই অধিকাংশ বাড়িতে বানানো হয় মুড়িঘন্ট। চিড়ে দিয়েও বানানো যেতে পারে এই মুড়িঘন্ট। একটু বড় মাছের মাছের মাথা নিন। মাথায় অল্প করে মাছ থাকলেই চলাবে। এবার মাছ ভাল

ডাবের জলের উপকারিতা

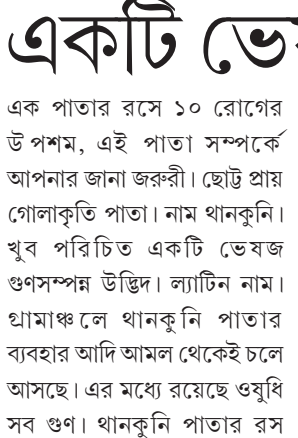
ডাবের জল না বোতলে ভরা বা চকচকে দোকানের ঠাণ্ডা মেশিনে রাখা পানীয়। এ দুটি নিয়ে অনেকেরই মনে রয়েছে নানা সংশয়। আজকের সমাজ প্রতি নিয়ত নানা বহুজাতিক সংস্থার বিচিত্র রঙের পানীয় পান করতেরই কৌশল। এখন সারা দেশের সর্বত্র খুব সহজে মেলে এই সকল পানীয়। অপরদিকে এই সকল পানীয় কতটা স্বাস্থ্যসম্মত তা নিয়ে প্রচুর গবেষণাও হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু আমরা কি তাতে খুব একটা সচেতন।



হলে প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের সাথে এত ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যেতে পারত না বহুজাতিক সংস্থার এই সকল কোল পানীয়। আসলে আমরা ব্যবহারিক জীবন বিজ্ঞাপনের দ্বারা অনেক টাই প্রভাবিত। অপরদিকে আমাদের সর্বপ্রথম প্রাকৃতিক একটি পানীয়কে আমরা বেমালুম ভুলে গিয়ে আজ তুলে নিয়েছি বিজ্ঞাপনের ছলে ভুলে যেতে ভরা। বহুজাতিক সংস্থার তৈরী র জল পানীয় বা বিশেষ করে ক্রিম হওয়া কিছু এনার্জি ড্রিংক। আমরা নিজেদেরই প্রকৃতির এই সম্পদকে ভুলে যেতে পারি। কারণ আমরা বিজ্ঞাপনকে খাই, আমরা নিজেদের বিচার, বিবেচনা, বুদ্ধি সব শিকিয়ে তুলে রাখি, কারণ বিভিন্ন ভাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ওই সকল বহুজাতিক সংস্থাগুলি আমাদের সবসময়ই নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। সকল পানীয় যে সকল রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরী তা কতটা আমাদের উপকার সাধন করতে পারে তার দিকে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গেছে খেলোয়াড়দের জন্য ব্যবহৃত স্পোর্টসড্রিং এর থেকে ডাবের জলে বেশী পরিমাণে পুষ্টিগত ও গুণগত বৈশিষ্ট্য থাকায় অধিক ভবিষ্যতে হয়তো বা ডাবের জল খেলোয়াড়দের নতুন স্পোর্টস ড্রিং হিসাবে বাজারে আসলে অবাক হবার কিছুই নেই। কাজেই স্বাস্থ্য বজায় রাখতে ডাবের বিকল্প আজ অবধি নেই, একথা সতত প্রমানিত। তাই স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বোতলে ভরা বহুজাতিক সংস্থার ঠাণ্ডা সফটড্রিং নয়, অভ্যাস করুন ডাবের জল। তাহলেই দেখবেন আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে ডাবনা কিছুটা হলেও দূর হবে।

খানকুনি পাতা খুব পরিচিত একটি ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ

এক পাতার রসে ১০ রোগের উপশম, এই পাতা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান জরুরী। ছোট্ট প্রায় গোলাকৃতি পাতা। নাম খানকুনি। খুব পরিচিত একটি ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ। ল্যাটিন নাম। থামাঞ্চলে খানকুনি পাতার ব্যবহার আদ্যমূল থেকেই চলে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে ওষুধি সব গুণ। খানকুনি পাতার রস রোগ নিরাময়ে অতুলনীয়।



রোগ নিরাময়ে খানকুনি যথার্থ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অঞ্চলভেদে খানকুনি পাতাকে আদামনি, তিতুরা, টেয়া, মানকি, খানকুনি, আদাওনগুনি, সোলামানি, ধূলকুড়ি, মানামানি, ধূলাবেগুন, নামে ডাকা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে কেউ যদি নিয়মিত খানকুনি পাতা খান, তাহলে মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি অংশের কর্মক্ষমতা বাড়তে শুরু করে। চন্দ্রন যেনে নেয়া যাক, খানকুনির ওষুধি সব গুণ সম্পর্কে- আমাশয় দূর করে: প্রতিদিন সকালে খালি পেটে নিয়ম করে খানকুনি পাতা খেতে হবে। টানা ৭ দিন খেলে মামলা খালাস! পেটের রোগের চিকিৎসা: অল্প পরিমাণ আম গাছের ছালের সঙ্গে ১টা আনারসের পাতা, হলুদের রস এবং পরিমাণ মতো খানকুনি পাতা ভালো করে মিশিয়ে খেতে নিন। মিশ্রণটি নিয়মিত খেলে অল্প দিনেই যে কোনো ধরনের পেটের অসুখ সেরে যায়। কাশির প্রকোপ কমে: ২ চামচ খানকুনি পাতার রসের সঙ্গে অল্প করে চিনি মিশিয়ে খেলে সন্ধ্যা সন্ধ্যা কমে যায়। আর যদি একটা সপ্তাহ খেতে পারেন, তাহলে তো কথাই নেই। জ্বরের প্রকোপ কমে: জ্বরের ধাক্কায় কাঁচ হয়ে পড়েন অনেকে। একটা সপ্তাহ খেতে পারেন, তাহলে জ্বর কমে যাবে।



আছে- জ্বরের সময় ১ চামচ খানকুনি এবং ১ চামচ শিউলি পাতার রস মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে অল্প সময়েই জ্বর সেরা যায়। চুল পড়ার কমে যায়: সপ্তাহে ২-৩ বার খানকুনি পাতা খেলে স্ক্যালের ভেতরে পুষ্টির ঘাটতি দূর হয়। ফলে চুল পড়া কমেতে শুরু করে। পরিমাণ মতো খানকুনি পাতা নিয়ে তা খেতে করে নিতে হবে। তারপর তার সঙ্গে পরিমাণ মতো তুলসি পাতা এবং আমলা মিশিয়ে একটা পেপেট বানিয়ে নিতে হবে। সবশেষে পেপেট চূলে লাগিয়ে নিয়ে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। ১০ মিনিট পরে ভাল করে ধুয়ে ফেললেই হবে। শরীর থেকে বেরিয়ে যায় টিক্কি উ পাদান: ক্ষতিকর টিক্কি আমাদের শরীরে, রক্তে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রতিদিন সকালে অল্প পরিমাণ খানকুনি পাতার রসের সঙ্গে ১ চামচ মধু মিশিয়ে খেতে রক্তে উপস্থিত ক্ষতিকর উপাদান বেরিয়ে যায়। ক্ষতের চিকিৎসা: শরীরের কোথাও কেটে গেলে সন্ধ্যা সন্ধ্যা সেখানে অল্প করে খানকুনি পাতা খেতে লাগিয়ে দেবেন। দেখবেন নিম্নে কষ্ট কমে যাবে। হজম শক্তি বৃদ্ধি: খানকুনি পাতা হজম ক্ষমতারও উন্নতি করে। খানকুনি পাতায় উপস্থিত একাধিক উপকারি উপাদান হজমে সাহায্য করে। খানকুনি পাতা খাওয়া জরুরি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ

রাতে ঘুম আসে না? ট্রাই করুন এই পানীয়গুলো

এমন সমস্যায় ঝাঁপা আছেন, তাঁরা অনেকেই ঘুমানোর জন্য ঘুমের ওষুধের সাহায্য নিয়ে থাকেন। কিন্তু ঘুমের ওষুধের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাও আমাদের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কারণ হিসেবে হতে পারে ভুল রাতের খাবার নির্বাচন, আর মানসিক চাপ। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ঘুমের আগে কয়েক ধরনের পানীয় খেলে আপনার ঘুম ভাল হবে। রাতের পর রাত জেগে কাটাতে হবে না। দেখে নিন, ইনসোমনিয়া বা অনিদ্রা দূর করতে কী কী খাবেন।



মধ্যেও থাকে। যা খেলে সহজেই ঘুম পেতে শুরু করে। এখন থেকে ঘুমোতে যাওয়ার ৯০ মিনিট আগে নিয়ম করে এক গ্লাস গরম দুধ খান। ক্যামোমাইল চা- ক্যামোমাইল চা গরম দুধের মতোই প্রাচীন কাল থেকেই ইনসোমনিয়ার দাওয়াই। ক্যামিফ্র এই চা কামিফ্র এবং সুদীর্ঘ। ফলে ঘুম তাড়াতাড়ি আসে। আর ঘুমও ভাল হয়। আরও ভাল যাতে কাজ হয়, তার জন্য অনেকেই ম্যাগনেসিয়াম সাপলিমেণ্টস ব্যবহার করেন। ঘুমোতে পরিমাণ গরম ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম- যা আপনার বেশিকি শিথিল করে ও ভাল ঘুমে সাহায্য করে। এছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে ডায়াবেটিস রোগের কারণও এই জাতীয় ঠাণ্ডা পানীয়, আবার বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই দাঁতের ক্ষয়, এ সবই ঘটতে পারে ঠাণ্ডা পানীয়ের দৌলতে। আসলে এই সকল ঠাণ্ডা পানীয়তে যে সকল রাসায়নিক উপাদান মেশানো হয় তার প্রধান উপকরণ জলের সাথে সেগুলিই আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ক্রমশ জানা যাচ্ছে। প্রধানত এই

কোন ধরনের মাথাব্যথায় কি রোগের ইঙ্গিত মেলে



আমাদের আশপাশের অনেকে মাথাব্যথার কথা শ্রাব্যই বলে থাকেন। এদের কেউ কেউ দিনের বেশির ভাগ সময় মাথাব্যথার কষ্টে ভোগেন। চা-কফি খেয়েও কোন উপকার পান না। আবার মাথাব্যথার কারণে কাজেও মন দিতে পারছেন না। তবে কেউ কেউ রোদে নামলে, ঘুম কম হলে এবং অনেকখণ্ড ধরে খালি পেটে থাকার কারণে মাথাব্যথায় ভোগেন। তবে যারা প্রায়ই মাথাব্যথায় ভোগেন তাদের জন্য এটি বিপদের।

অতি সক্রিয় থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে এই সমস্যার সূত্রপাত হতে পারে। যদি হরমোন উত্পাদনের পরিমাণ বেড়ে যায়। তবে এটিও চোখের পিছনে ব্যথা থেকে শুরু হয়। রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত মাথায় রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হলে মাথাব্যথা হতে পারে। যদি মাথায় মাঝেই তীব্র ব্যথার শিকার হন তবে কিন্তু শীঘ্রই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এ থেকে স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। মস্তিষ্কজনিত রোগ মাথাব্যথার সঙ্গে জ্বর, বমি, ঘাড়ে আর গলায় ব্যথা হয়, তাহলে তা মস্তিষ্কে ইনফেকশন হওয়ার ইঙ্গিত হতে পারে। মাথাব্যথার সঙ্গে কেউ যদি অজ্ঞান হয়ে যায়, তবে তা মস্তিষ্কের রক্তস্রাবের কারণ। দিনের পর দিন যদি মাথাব্যথা চলতে থাকে তবে তা রেন্নে টিউমার বা মস্তিষ্কের কোনো অসুখের সংকেত। তাই মাথাব্যথাকে অবহেলায় দৃষ্টি না দেখে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। থ্রোম্ব ডিজিস হতে পারে। হয়তো সেই রোগের ইঙ্গিত হিসেবেই মাথাব্যথায় এতটা কষ্ট পাচ্ছেন আপনি। এবার জেনে নেওয়া যাক কোন ধরনের মাথাব্যথায় কি রোগের ইঙ্গিত মেলে, সে সম্পর্কে।

চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার খেলে বাড়বে হৃদরোগের ঝুঁকি

অনেকেই চিনি ছাড়া খেতে পারেন না? প্রতিদিনের খাবারে অন্তত একটা মিষ্টি অন্তর্ভুক্ত। জানেন কি এতেই হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ছে। যে খাবারে বেশি চিনি, সেই খাবারেই পুষ্টি কম। টাইপ ২ ডায়াবিটিস থেকে অ্যাকনে, হৃদরোগ- সবের পিছনেই রয়েছে চিনি, এমনটা বললে ভুল হবে না। চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার অতিরিক্ত খেলে প্রভাব পড়বে হৃদযন্ত্রে। সতর্ক করছেন চিকিৎসক থেকে পুষ্টিবিদ। বেশি পরিমাণে চিনি খেলে শরীরের ইনসুলিন হরমোন তা গ্রহণ করতে পারে না। শরীরে অতিরিক্ত

ক্যালোরি ফ্যাট হিসেবে মজুত হয়। অতিরিক্ত ফ্যাট মেটাবলিক ডিসব্যালেন্স এবং শরীরে এর ফলে ইনসুলিন রেসিস্ট্যান্স তৈরি হয়। শুধু অতিরিক্ত ওজন নয় সেই সঙ্গে বাড়তে পারে হৃদরোগের সম্ভাবনা ও। শরীরে চিনি বেশি পরিমাণে গেলে হাই আর্বাডমিনাল ফ্যাট তৈরি হয়। ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল উত্পাদনের পরিমাণ বাড়বে। যেগুলি রক্ত চলাচলে সমস্যা তৈরি করে। রক্ত চলাচলে রক্ত জমে। শরীরে রক্ত জমাটের সম্ভাবনা তৈরি করে। হৃদযন্ত্রের কার্যকলাপেও প্রভাব পড়ে। ডায়েটে অতিরিক্ত চিনি থাকলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। হৃদপিণ্ডের

স্বাভাবিক কার্যকলাপে হাইপারটেনশনের প্রভাব পড়ে। হৃদযন্ত্রের তুলনায় দ্রুত রক্ত পাম্প করা শুরু করে। রক্ত চলাচলে ক্ষতি হয়। বাড়ে স্ট্রোকের সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক সন্দেহের রায় বলেন, চিনি বা অতিরিক্ত মিষ্টি খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমেতে থাকে। ডায়াবিটিসের সম্ভাবনাও বাড়ে। প্রভাব পড়ে

হৃদযন্ত্রে। তাই করোনা বা অন্য সংক্রামক রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ডায়াবিটিস থাকলেই ইনসুলিন তৈরির পরিমাণ কমে যায়। করোনাবির রক্তচাপের সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাও বাড়ে। হৃদরোগের ঝুঁকি প্রসঙ্গে পুষ্টিবিদ সোমা চক্রবর্তী বলেন, চিনি বলতে যদি চোখে দেখা যায় সে রকম চিনি তৈরি হবে। তাই চিনি বর্জন করে ফাইবার জাতীয় খাবার আরও বেশি করে ডায়েটে রাখতে হবে।

খাওয়ার একটা প্রবণতা মানুষের রয়েছে। কিন্তু যে চিনি চোখে দেখা যায় না, অর্থাৎ ক্লিকজ, বিস্কুট, পেস্টি জাতীয় খাবারে যে চিনি রয়েছে, তা আরও বেশি ক্ষতিকর। কিন্তু সুগার ৬৩ রকমের। তাই অ্যাটাকের সম্ভাবনাও বাড়ে। হৃদরোগের ঝুঁকি প্রসঙ্গে পুষ্টিবিদ সোমা চক্রবর্তী বলেন, চিনি বলতে যদি চোখে দেখা যায় সে রকম চিনি তৈরি হবে। তাই চিনি বর্জন করে ফাইবার জাতীয় খাবার আরও বেশি করে ডায়েটে রাখতে হবে।

